# শ্রমণ

**শ্রমণ সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা**

সুবর্ণ জয়ন্তী ॥ বৈশাখ ১৪২৯ ॥ ১ম সংখ্যা

## সুচিপত্র –

1. বর্ধমান মহাবীর
-সুরেন্দ্র চন্দ্র বোথরা

2. বরণ ভুমি বাঙ্গাল
-ডাঃ লতা বোথরা

3. সম্রাট সম্প্রতি এবং তার কীর্তি
-ডাঃ নেমিচাঁদ শাস্ত্রী

4. পুচরার জৈন পুরকীর্ত্তী
- শ্রী তপন চক্রবর্তী

॥ जैन भवन ॥

**Editorial Board –**

Dr.Narendra Parson

Dr.Sulekh Jain

Dr. Jitendra B. Shah

Prof.G .C.Tripathi

Shri Pradip Nahata (co-ordinator)

Shraman is accessible at our Website –
www.jainbhawan.in

For articles , reviews and correspondence kindly contact –

Dr.Lata Bothra

Chief Editor

Mobile no-9831077309,

E mail –latabothra13@yahoo.com , latabothra@gmail.com

**We are thankful for the financial assistance given towards the online publication of our Journals from a well-wisher at California , U.S.A. .**

## বর্ধমান মহাবীর

তুমি বীর তুমি ধীর তুমি বর্ধমান
কথা বল................
তোমার স্মরণে ভোর হবে, নিশি কেটে যাবে নি:শব্দে,
পারিনা বলিতে বুঝিতে পারি, তুমি অনন্ত তুমি আদি
অতিতের ত্রান আজিকের মান ভবিষের আলো তুমি
তুমি অন্তরযামি দিয়েছ প্রেরণা হইব তোমার অনুগামী
তুমি বীর................
তোমার কথায় সত্য জেনেছি তোমার করণে সত্য বুঝেছি,
লালসা আমার প্রভাবী হবে না জীবন মন্ত্র পেয়েছি
ভোগ উপভোগের মর্ম বলেছ দিয়েছ জীবন যত্ন
নির্লিপ্ত জীবন মায়েরই কোল কলশ ভরা রত্ন।
কে বলিবে তোমার মত
তুমি বীর................
নিজের আহার নিজের বাসর নিজে করে স্বনির্ভর রয়।
সব জীবে তে প্রাণ আছে যে আনন্দে সে বাচিতে চায়
তাহারে মেরো না তাহারে ছেদো না সে যে মানুষের  সহায়
সৃষ্টির লাগি সেবিছে তারা মূক হয়ে করিতেছে কর্ম্ম মহান।
আরো বল আলো ফেল তুমি বীর..........
নিয়তির ধারায় বইবোনা আর গড়ব নিজের ঘর
কর্ম্ম আমার উপযোগী হবে কর্ম্ম দেখাবে পথ
ইহ জন্মে তুমি, জন্মান্তরে তুমি, তুমিই অনন্তগামী
কর্মের ভেদ কে বলিবে তোমার মত।
তুমি বীর তুমি ধীর, তুমি বর্ধমান কথা বলো.............
প্রাণী মাত্র চাহে তোমার স্মরণ, বৃক্ষরাজী গাহে তোমারই গান
তুমি সদা সজীব, তুমি নশ্বর, তুমি বিরাট, তুমি বর্ধমান।
জল খল্ বল্ বাতাস হন্ হন্ জীবন ঝঞ্ঝায় তোমার সুত্র মহান
জীবন তরী চলবে দুলি দুলি ধোঁয়া হয়ে উড়ে যাবে ভয়
কথা বল কথা বল– তুমি বীর, তুমি ধীর ..........................

বরণ ভুমি বাঙ্গাল

-ডাঃ লতা বোথরা

যুগপুরুষ অবতার তথা তীর্থঙ্করগণের জন্মভূমি, সিদ্ধভূমি ও নির্বানভূমিকে আমরা তীর্থভূমি মনে করি। এই সঙ্গে উনাদের পাদস্পর্শে পবিত্র ধূলিময় মৃত্তিকা ও তীর্থভূমি। ভগবান মহাবীর ও তাঁর নিজের সাধনা ও তপস্যার জন্য যে ভূমিকে বরণ করে ছিলেন এবং যে ভূমির ধূলিকণা উনার পাদস্পর্শে পূত, এই পূণ্য তীর্থভূমির গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস আজও অনেক বঙ্গবাসীর কাছে অজ্ঞাত।

সাম্প্রতিককালে কতিপয় জ্ঞানী পণ্ডিতবর্গ প্রাচীন সাহিত্য ও পুরাতাত্বিক অনুসন্ধান ও বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনার দ্বারা প্রাচীন বঙ্গদেশের ইতিহাসের মহত্বপূর্ণ তথ্যাদি জনসমক্ষে উদ্‌ঘটিত করার প্রচেষ্টা করছেন। ঐ সকল পণ্ডিতগণের দ্বারা উদ্‌ঘটিত তথ্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গদেশের প্রাচীন ইতিহাসের একটি রূপরেখা আমি এই নিবন্ধে তুলে ধরার প্রয়াস করছি। এই নিবন্ধে আমি শান্তিনিকেতনের আচার্য শ্রী ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় যে মহত্ত্বপূর্ণ বক্তব্য, তিনি তাঁর গবেষণামূলক নিবন্ধে 'জৈন ধর্ম ও বঙ্গদেশ' তুলে ধরেছেন, আমি তার উল্লেখ করছি:

''আমাদের প্রাচীন ধর্মের যে সব নির্দশন পাওয়া যায় তাহা সবই জৈন, তাহার পরে বৌদ্ধযুগ, তাহার পরে বৈদিক ধর্মের মতবাদ এসেছিল''।

অর্থাৎ আমাদের প্রাচীনতম ধর্মের যে নির্দশন পাওয়া যায় তার সবই জৈনধর্মের এবং এরপর আসে বৌদ্ধযুগ। এবং এরপর আসে বৈদিকযুগ। সাহিত্য ও পুরাতাত্বিক, এই দুইপ্রকার তথ্যের আধার নিরপেক্ষভাবে পর্যালোচনা ও অধ্যয়ন করার আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের উক্ত ধারণার উপর দৃঢ় প্রত্যয় জন্মায়। প্রসিদ্ধ বিদ্যান শ্রী প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ও এই বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে বঙ্গদেশে বৈদিক ধর্ম জৈন, বৌদ্ধ এবং আজীবক ধর্মের পরেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। উনার মূল্যবান প্রশ্ন : ''বঙ্গদেশে সর্বপ্রথম কোন ভারতীয় ধর্মের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার ঘটেছিল ? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে বিচার-বিবেচনার প্রয়োজন। জৈন এবং আজীবক ধর্মের বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারের কথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে''।

—বাংলার আদিধর্ম, প্রবোধচন্দ্র সেন।

পরবর্তীকালে আজীবক ধর্ম জৈনধর্মের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। সম্ভবতঃ এই কারণে সপ্তমশতাব্দীতে হিউয়েন সাং যখন ভারতবর্ষে এসেছিলেন তখন বাংলা ভ্রমণকালে এখানে তিনি নিগ্রন্থ (জৈন)দের প্রভাব সবচেয়ে বেশী লক্ষ্য করেছিলেন। আজীবক সম্প্রদায় সম্পর্কে তাই তিনি কোন উল্লেখ করেন নাই।

বিহঙ্গের দৃষ্টিতে যদি সংস্কৃতির আদিম স্রোত ধারাকে নিরীক্ষণ করা যায় তখন জানা যাবে সমস্ত প্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলিতে উল্লিখিত মহান

ব্যক্তিসম্পন্ন পথপদর্শক আদি তীর্থঙ্কর ঋষভদেবের মহান ভূমিকার কথা। চতুর্দশতম পুরুষ নাভির পুত্র ঋষভদেব তৎকালীন সমাজ গঠনে মানবকুলের পথপ্রদর্শক ছিলেন। দীক্ষা গ্রহণের পূর্বে উনি উনার একশত পূত্রকে বিভিন্ন দেশে সমাজ সংস্কারের বিভিন্ন কাজে দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। উনার পূত্র অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ইত্যাদির নাম আজও জীবন্তরূপে উনার স্মৃতি বহন করে চলেছে।

আচার্য জিনসেন লিখিত মহাপুরাণ (পর্ব ১৬) বর্ণিত কাহিনী বাংলার প্রারম্ভিক ইতিহাস সম্পর্কে আরও ইঙ্গিত দেয়। যেখানে জৈন সাহিত্যে আদি তীর্থঙ্কর ঋষভদেবের পুত্র বঙ্গ'র নামানুসারে এই দেশের নাম 'বঙ্গ',সেখানে অন্যান্য সাহিত্যে রাজা বলির মহিষী সুদেষ্ণার গর্ভজাত পাঁচপুত্রের কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা, অঙ্গ, বঙ্গ কলিঙ্গ, সুক্ষা এবং পুণ্ড্র। একথা মনে করা যেতে পারে যে উনার অধীনস্ত দেশের নাম উনার নামানুসারেই হওয়া সম্ভব। বঙ্গদেশের আদি অধিবাসীদের মধ্যে বঙ্গজাতির লোকেরাই সবচেয়ে প্রাচীন বলে তাদের নামানুসারে পুরো দেশটাই বঙ্গদেশ নামে পরিচিত। বঙ্গদেশের পরিচিতি 'Vabga', 'Vabgla', Vabgadesh' প্রভৃতি নামেও পাওয়া যায়, যা থেকে অনুমান করা যায় এই সকল নাম 'বঙ্গ' নাম থেকেই উদ্ভূত। কিছু ইতিহাসবিদদের মতানুসারে, এই 'বঙ্গ' শব্দটি অষ্ট্রিক শব্দ 'BONGA' যার অর্থ SUN GOD বা সূর্যদেব। ঋষভদেবের পূজা আমরা সূর্যদেবের পূজা রূপে পালন করতে দেখি।



যেভাবে জগতের সকলপ্রকার জীবের প্রাণরক্ষক হিসেবে সূর্যকে দেখা হয়, তেমনি ঋষভদেবকে জগতের সকল প্রাণীর জীবন রক্ষায় একজন অগ্রগামী, উদ্ভাবনী শক্তির অধিকারী উদ্যমী মানব হিসেবে মান্য করা হয়। অনেক ভাষাতত্ত্ববিদ্ 'বঙ্গ শব্দের উৎপত্তি তিব্বতি ভাষায় BANS শব্দ থেকে উদ্ভুত হয়েছে বলে মনে করেন। যার অর্থ হল আদ্র জলাভূমি। তিব্বতি বৌদ্ধধর্মের বিকাশের পূর্বে বৌন ধর্মের প্রচলন ছিল। এবং জৌনধর্মের পূর্বে এখানে লিচ্ছবী রাজাদের রাজ্য ছিল, যা ব্রাত্যক্ষত্রিয়দের শ্রমন সংস্কৃতির অনুগামী। ঋষভদেবের পরিনির্বান তীর্থ অষ্টাপদ কৈলাশ পর্বতেই অবস্থিত।

অধিকাংশ ইতিহাসিক মনে করেন সিন্ধু উপত্যকায় সভ্যতার পতন শুরু হলে ওখানে বসবাসকারী 'বঙ্গ' নামক এক জাতি যাদের ভাষা ছিল দ্রাবিড়, খ্রীঃ পূঃ একহাজার বৎসর এই বঙ্গদেশে এসে বসবাস শুরু করে।

"The Kingdom of Anga Vanga and Magadha was formed by the 10th century B.C. located in Bihar and Bengal regions. Exact Origin of the word Bengla or Bengal is unknown. It is believed to be derived from the Dravidian speaking tribe Bang that settled in the area around the year 1000 B.C."

[অঙ্গ, বঙ্গ এবং মগধ রাজ্য ১০০০ স্ত্রীঃ পুঃ বাংলা ও বিহারে গঠিত হয়েছিল। বাংলা বা বঙ্গ কথাটির উদ্ভবের প্রকৃত কারণ অজানা। তবে ইহা মনে করা হয় এরা দ্রাবিড় ভাষাভাষী মানবগোষ্ঠী যাঁরা ১০০০ স্ত্রীঃ পূঃ এখানে বসবাস শুরু

করেছিল।] তবে কিছু ঐতিহাসিক এই ঘটনা ১৮০০ খ্রীঃ পূঃ ঘটেছিল বলে মনে করেন।

সিন্ধু উপত্যকার সত্যতার ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রাপ্ত সিলমোহর ইত্যাদি থেকে জানা যায় সিন্ধুসভ্যতার শ্রমন সংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবিত ছিল। অধ্যাপক রমাপ্রসাদ চন্দ্র, অধ্যাপক প্রাণনাথ বিদ্যালংকার তথা ডঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই বক্তব্য সমর্থন করে সিন্ধুসভ্যতা সঙ্গে যুক্ত সিলমোহর ইত্যাদি নির্দশন গুলিকে শ্রমণ সংস্কৃতির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত বলে মতামত ব্যক্ত করেন।

''আজ জামগ্রমের নিকট অজয়নদের উত্তর তীরস্থ অঞ্চলে অবস্থিত পাহাড়পুর গ্রামে সিন্ধুসভ্যতার সময়ের এক মাতৃমূর্তির মাথার দিকের অংশ পাওয়া গেছে যা থেকে সিন্ধুজাতির এই অঞ্চলে আগমনের প্রমাণ পাওয়া যায়''।

**শ্রী হরিপ্রসাদ তেওয়ারী**

অধিকাংশ ঐতিহাসিক সিন্ধু সভ্যতাকে দ্রাবিড় এবং অনার্য সভ্যতা রূপে বর্ণনা করেছেন। বঙ্গবাসীদিগকেও অনার্য, দস্যু ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হোত। কিন্তু এর পশ্চাতে বাস্তবিক আরও কিছু তথ্য ছিল। বিশ্বের সমস্ত প্রাচীন সভ্যতা ও তার ইতিহাস থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে সকল জায়গায় ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় জাতির আপন আপন প্রভূত্ব কায়েম রাখার স্বার্থে



প্রচ্ছন্ন আপোষের আড়ালে পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল, কখনও রাজন আদি ক্ষত্রিয় গোষ্ঠী বলশালী হয়ে উঠেছে কখনও বা ব্রাহ্মণ পুরোহিত শ্রেণী।

ইউরোপেও প্রথম থেকে চার্চ ও রাজার মধ্যে প্রভূত্বের লড়াই জারি চিল। অন্যভাবে বললে তা ব্রাহ্মণের অধীনে ক্ষত্রিয়দের অবনত করার প্রচেষ্টা। প্রথম প্রথম ভারতবর্ষে এই ধরনের দ্বন্দ্ব ছিল না। তখন সমাজের সব গোষ্ঠীর লোকেরা প্রয়োজনীয় সমস্ত কাজ নিজেরাই সুচারুভিাবে সম্পন্ন করত। কিন্তু ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণরা তাদের নিজ কতৃত্ব বাড়াতে শুরু করে এবং নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কেবল যুদ্ধের দ্বারা ক্ষত্রিয়দের পরাজিত করার জন্য নয় বরং জাগতি কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য যাগ-যজ্ঞ, পশু-বলি ইত্যাদির দ্বারা দেবতাদের প্রসন্ন করে মনোবাসনা সিদ্ধ করার এক অলীক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিল। পরশুরাম কতৃক পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করার কাহিনী এই ধারণার পুষ্টিসাধন করে। এই জন্য মূল বেদেও নানা পরিবর্তন আনা হয়। পরে ইতিহাসিবিদগণের অনেকে আপন স্বার্থ রক্ষার জন্যএকে আর্য ও অনার্যের সংঘাত রূপে বর্ণনা করেছেন। প্রথিতযশাঃ বিদ্যান মক্ষমূলার ও একে আর্য ও অনার্য ভাষাভাষী গোষ্ঠীর সংঘাত বলে স্বীকার করেছেন, কিন্তু জাতিগত নয়। অনার্য জনসাধারণের ভাষা ছিল প্রাকৃত আর শিক্ষিত উচ্চবর্গের লোক যারা প্রকৃত

জ্ঞানী ও আত্মজ্ঞান ও বিজ্ঞান সম্পর্কে অবহিত ছিলেন তারা আর্য হিসেবে পরিচিত হত। ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিক চেতনা বিকাশের ক্ষেত্রে চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল। এইজন্য এই দেশকে আর্যাবর্ত বলা হয়ে থাকে। জৈনেত্তর গ্রন্থে রাবণকে, যাঁকে একজন মহান পণ্ডিত, জ্ঞানী এবং বিদ্যান বলে স্বীকার করে ও তাঁকে রাক্ষস এবং অনার্য হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু জৈন সাহিত্যে রাবণের বিশেষ স্থান স্বীকার করা হয়েছে। এই জন্য পরবর্তীকালে যে সকল লোক শ্রমণ সংস্কৃতিক আবর্তে ছিলেন উনারা অনার্যদের জন্য দরজা উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন, কারণ তাঁরা ছিলেন ক্ষত্রিয় জাতির অর্ন্তগত। ব্রায়ু ও মৎস্যপুরানে বাংলার পুণ্ড্র, সুক্ষ্ম এবং বঙ্গবাসীদের ক্ষত্রিয় হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

ক্ষত্রিয়দের মূলনীতি হল অসহায় এবং দুর্বললোকেদের রক্ষা করা। ক্ষত্রিয় রাজারা নিজেদের প্রজার পালন কর্ত্তা বলে মনে করতেন। একজন ক্ষত্রিয় তিনিই হবেন যাঁর মধ্যে দয়া, ক্ষমা এবং সহনশীলতার গুণ বিদ্যমান। যিনি দৃঢ় প্রত্যয়ের অধিকারী, পরাক্রমী এবং সহনশীল ও নিজ পৌরুষের উপর অগাধ আস্থাবান, তিনিই ক্ষত্রিয়। অন্যান্য বর্গের সকল মানুষদের নিজ ছত্রছায়ায় রেখে সুরক্ষা প্রদান করা উনার কর্ত্তব্য। এই গুণাবলীর জন্য শ্রমণ সংস্কৃতিতে সকল তীর্থঙ্করকে ক্ষত্রিয় বলা হয়ে থাকে। আদি তীর্থঙ্কর ঋষভদেব সবচেয়ে প্রথমে এই ক্ষাত্রধর্মের শিক্ষা দিয়েছিলেন।



মহাভারতের শান্তিপর্বে উল্লেখ রয়েছে যে, ভগবান আদিনাথ কর্তৃক ক্ষাত্র ধর্ম প্রবর্তিত হয়েছিল এবং শেষধর্ম উনার পরে প্রবর্ত্তিত হয়, যথা—

ক্ষাত্রো ধর্মো হ্যাদিদেবাৎ প্রবৃত্ত:।

পশ্চাদন্যে শেষভূতাশ্চ ধর্ম্ম।।

মহাভারত শান্তিপর্ব ১৬/৬৪/২০ ব্রাহ্মণ পুরাণে (২/১৪) ধরাশ্রেষ্ঠ ঋষভদেবকে সমস্ত ক্ষত্রিয়দের পূর্বজ বলা হয়েছে।

প্রজাপালন ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, অনিষ্ঠ থেকে রক্ষা এবং বেঁচে থাকার সকল বন্দোবস্ত করে প্রজার প্রতিপালন করা এই দুটি গুণের প্রকাশ ঋষভদেবের মধ্যে ছিল। উনি স্বয়ং দুবাহুতে অস্ত্র ধারণ করে লোকেদের শস্ত্রবিদ্যার শিক্ষা দেন। তিনি শস্ত্রশিক্ষা প্রাপ্ত লোকদেরকে ক্ষত্রিয় উপাধিতে ভূষিত করেন। ক্ষত্রিয়ের অর্ন্তনিহিত ভাব এই স্থানেই আছে। উনি কেবল শস্ত্রবিদ্যার শিক্ষা দেন নাই, পরন্তু সর্বপ্রথম ক্ষত্রিয় বর্ণের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ব্রাহ্মণরা কেবল ধর্মগ্রন্থের পঠন পাঠন ও যাগযজ্ঞের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু ক্ষত্রিয়দের ধর্মগ্রন্থাদি পঠন পাঠন বিভিন্ন কলা ও শিল্পরীতি শৈলীর শিক্ষা অর্জন ব্যতিরেকে করতে হত। বীর এবং সাহসীরাই কেবল উৎকৃষ্ট ত্যাগ এবং শ্রেষ্ঠ তপস্যা করার যোগ্য, ফলে নিবৃত্তি ধর্ম ও ক্ষত্রিয়ের আয়ত্ব ছিল, যার প্রভাব ঋষভদেবের সময় সর্বপ্রথম দেখা যায় এবং যার প্রভাব সিন্ধু পত্যকার সভ্যতা থেকে পাওয়া যায়।

সিন্ধু সভ্যতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অধিবাসী এই বঙ্গ ভূমিতে আগমন করেন এবং বসতি স্থাপন করেছিলেন। এই বক্তব্যের সমর্থনে এখানে আজও বিদ্যমান একটি জাতির অবস্থান, যার অস্তিত্ব এবং ঐতিহ্য আজও অক্ষুন্য রয়েছে, যাঁদের আমরা 'সরাক' নামে জানি। এই সরাক জাতির প্রধানত: দুটো গোত্রের সরাক কথা জানা যায়, আদিদেব এবং ঋষভদেব। আদিদেব ঋষভদেবেরই নাম।

ইতিহাসের পৃষ্ঠা বিবর্ণ হয়ে যায়, বিস্মৃতির অতলে ইতিহাস হারিয়ে যায়, কিন্তু এমন কিছু ঐতিহ্য মানব জাতির মধ্যে প্রচলিত থাকে যা আতীতের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক জুড়ে রাখে তা হল তার জাতি ও গোত্র। অতীতকালে যে যুগপুরুষ দ্বারা প্রবর্তিত অনুশাসন, রীতিনীতি তথা শিক্ষা প্রাপ্ত হয় তাকে গোত্র পিতা বলা হয়ে থাকে, যা হাজার বছরের পরেও পরম্পরা রূপে উক্ত জাতির পরিচয়ের প্রতিক হিসেবে বিদ্যমান থাকে। এই সরাক জাতির গোত্র পিতা ঋষভদেব হওয়ার কারণে ইহা নিশ্চিৎ রূপে বলা যেতে পারে সরাক জাতির পুর্বপুরুষ ঋষভদেব বা উনার কোন অত্যন্ত নিকট সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তি যার সঙ্গে উনাদের রক্তের কোন সম্পর্ক ছিল। এখানে এই কথা ও দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হয় যে ঋষভদেবের পুত্র বঙ্গ দ্বারা বঙ্গদেশের অস্তিত্বের সুত্রপাত ঘটেছিল।

কল্পবৃক্ষ কালের শেষ সময়ে মানুষের বাঁচার জন্য যখন



বিভিন্ন আবশ্যকীয় বিষয়বস্তুর প্রয়োজন বাড়তে থাকে, তখন ঋষভদেব মনুষ্যজাতির জন্য ছয়প্রকার কর্মের বিধানও শিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। উনি অগ্নির প্রয়োগ বিষয়ে শিক্ষা দেন, কৃষি, শিল্প, বানিজ্য ইত্যাদি বিষয়েও শিক্ষা দেন। অন্যভাবে বললে বলতে হয় উনি মনুষ্যজাতিকে সকলপ্রকার সংস্কারের জ্ঞান ও শিক্ষা প্রদান করে সভ্যতাও সংস্কৃতির বিকাশের সূচনা করেন। সরাক জাতি শিল্পীর জাতি এবং উনাদের শিল্প দক্ষতা ঋষভদেবের আমল থেকে সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে জুড়ে রয়েছে।

এইভাবে দেখতে গেলে আদি তীর্থঙ্কর মনুষ্য সমাজকে অসি, মসি, কৃষি এবং মৃত্তিকার দ্বারা বর্তন নির্মান, বস্ত্রবয়ন প্রভৃতি বিভিন্ন কর্মের শিক্ষণ দিয়ে প্রগতির বিকাশ ঘটিয়ে মানব সভাজকে আদিম যুগ থেকে ধাতুযুগে এনেছিলেন, এবং উনার প্রদর্শিত পথে এক উন্নত প্রগতিশীল সভ্যতার ভিত্তি গড়ে উঠেছিল, যা ঋগ্বেদের রচনাকালের আগেই বিদ্যমান ছিল, যা ঋগ্বেদেবর মধ্যেই এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উল্লেখ্যনীয়।

আজ ঋগ্বেদকে বিশ্বের সবচেয়ে প্রথম সাহিত্য বলে কৃতিত্ব দেওয়া যয়। শ্রমন সংস্কৃতির রচিত সাহিত্য অনুসারে বেদের রচনা ঋষভদেবের পুত্র ভরত কর্তৃক শ্রাবকগণের শিক্ষার জন্য সংকলিত হয়েছিল। প্রাচীন বেদ লুপ্ত হলে অনেক

নবীন শ্রুতিধর ব্যক্তিগণ হিংসা, বলি ও যজ্ঞের দ্বারা শক্তিশালী দেবতাদের প্রসন্ন করার জন্য স্তুতিগান গাইতেন। মহাভারতের যুগে বিচ্ছিন্ন হওয়া প্রাচীন বেদ ও নবীন শ্রুতিধরদের স্তুতিগান একত্রিত করে বেদব্যাস বেদকে চার ভাগে বিভক্ত করে বেদ নির্মান করেন। বেদের পরবর্তীকালের স্তুতিগুলি থেকে স্পষ্ট হয় যে এই সংস্কৃতির লোকেরা জাগতিক কামনা বাসনা চরিতার্থ করার জন্য দৈবশক্তির উপর নির্ভরশীল ছিল। বেদের ঋকগুলিতে ঋষভদেবের উল্লেখ থকে এই বক্তব্যের প্রামানিকতা প্রতিষ্ঠিত হয় যে ঋগ্বেদের রচনার পূর্বেই শ্রমণ সংস্কৃতি একমাত্র প্রমূখ সংস্কৃতি ছিল। ঋগ্বেদ সংহিতা অধ্যয়ন করলে এক মনুষ্যজাতি অমাদের ধ্যন আকর্ষণ করে যারা সোনা, মনিমুক্তা শোভিত ছিল, ব্যবসায়-বানিজ্যে দক্ষ ছিল, যে রূপ ও সন্তানের জন্য গর্ব অনুভব করত, যে ধনী যে ভোজন-বিলাসী সে সম্পদ সে সম্পদ আহরণের জন্য সমুদ্রযাত্রা করত, কিন্তু তার ইন্দ্রকে মান্যতা দেন নাই। তাঁরা ছিলেন দেবহীন, যজ্ঞবিহীন, এবং দেব-নিন্দুক, ঋষিদেব দান দিতেন না এবং তথা কথিত দেবস্তুতি বন্দনায় কোন অভিলাষী ছিলেননা।

ঋগ্বেদে ঐ সমৃদ্ধশালী মানুষজন পনি (বনিক ?) নামে পরিচিত। এই সমৃদ্ধশালী পনিদের থেকে সম্ভবতঃ আমাদের প্রাচীন মুদ্রার নাম পন এবং বানিজ্য সম্ভারের নাম পণ্য হয়েছে। এইসব থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় প্রাচীন যুগে মুদ্রা ধাতু থেকে নির্মানের জন্য তাম্রধাতুর আবশ্যকতা ছিল যা উনাদের আয়ত্বে



ছিল এবং ভারতবর্ষের তৎকালীন অর্থব্যবস্থায় এই মুদ্রার অত্যধিক মহত্ব ছিল, কারণ ধাতুর অধিকারী লোকেরা সমাজে কৃষি-নির্ভর লেকেদের চেয়ে অধিকতর সমৃদ্ধ এবং সম্পন্ন ছিল। পনিদের মূল নিবাস স্থান সম্বন্ধে ঋগ্বেদ থেকে জানা যায় যে তাঁরা ছিলেন সপ্তসিন্ধু অঞ্চলের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত প্রাচ্যের কোন নাব্যঅঞ্চলের বাসিন্দা।

এই প্রাচ্যদেশ বলতে আমরা সাম্মলিতভাবে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যাকে বুঝি। ঋগ্বেদে প্রায় প্রত্যেক মুনি-ঋষিগণের গোত্রে পনিদের উল্লেখ পাওয়া যায়, এমনকি পনিদের পরাভূত করার উদ্দেশ্যে ঋগ্বেদে স্তোত্র রচনা করে গীত হত।

এই সকল আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় ঋগ্বেদের রচনা কালের বহু পূর্ব থেকেই এই দেশে এক অতি উন্নতিশীল সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে ছিল, যা ছিল যজ্ঞ বিরোধী যা অতি প্রাচীন নিগ্রন্থ ধর্মের (যা বস্তুতঃ যজ্ঞ এবং হিংসা বিরোধী এবং যেখানে দেবতাদের বিশেষ কোন ভূমিকা নেই) সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করা হয়।

অথর্ববেদে ব্রাত্যজনজাতির প্রিয় আবাসভূমি পূর্বদিকেই বলা হয়েছে:

''বৃহতশ্চ বৈস রথন্তরস্য চাদিত্যানাং চ বিশ্বষাং চ দেবানাং প্রিয়ং ধাম ভবতি তস্য প্রাচ্যাং দিশি।''

এই শ্লোকে পূর্বদিকে আপন প্রিয়ধাম গঠন করা ব্যক্তিগণ, বৃহৎ রথারূঢ় সূর্যদেব ও দেবতাদের প্রিয় ব্রাত্যজনদের সম্মান করা হয়েছে।

জৈনেতর গ্রন্থাদিতে প্রাচ্য দেশে ব্রাহ্মণদের যাতায়াত নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল, কারণ এই দেশ শ্রমণ সংস্কৃতির প্রভাবাধীন ছিল। বঙ্গদেশ ঐ সময়ে এমন এক আয়নার মত অবস্থায় ছিল যার সামনে থেকেই যতই বস্ত্র পরিধান করে আসুক উহার প্রকৃত স্বরূপ খোলাসা হয়ে যেত, অর্থাৎ জ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মনের আসল পরিধির গভীরতা পরিস্ফুট হয়ে যেত। আপনার সামনে বস্ত্র পরিধান করে গেলেও বস্ত্রবিহীন দশা বা আপনার প্রকৃত স্বরূপের প্রতিফলিত হওয়ার আশংকায় ব্রাহ্মনদের ওখানে (প্রাচ্যদেশে) যাওয়া নিষিদ্ধ ঘোষিত করে শাস্ত্র রচিত হয়েছিল। বৈদিক ব্রাহ্মণদের এই প্রাচ্যদেশের অধিবাসীদের প্রতি মনোভাব বিদ্বেষপূর্ণ ছিল। ঋগ্বেদে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ''ঋষিদের প্রতি দ্বেষ পোষণকারী লোকেদেরকে শত্রুহিসেবে বিবেচনা করতে হবে, যে বেদবহির্ভূত ভিন্ন ব্রত উদযাপন করে থাকে তাদের দন্ড দেওয়া হোক, যজ্ঞহীন লোকেদের সম্পদ হরণ করে যজ্ঞকারী গণকে দেওয়া হোক।'' ব্রাত্য, শ্রমন এবং নিগ্রন্থ ধর্মের প্রভাব প্রাগ্ঐতিহাসিক কাল থেকে চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত প্রচলিত ছিল যার প্রমাণ ঋগ্বেদ। চতুর্থ শতাব্দী থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত এর প্রভাব ক্ষুন্ন হতে শুরু করে। ''ব্রাত্যজন হঠাও শিবলিঙ্গ



বানাও'' এর প্রত্যক্ষ ছবি বাংলাতেই পাওয়া যায়। আজকাল অনেক ইতিহাসচর্চাকারী ব্যক্তিগণ তীর্থঙ্কর হোক বা না হোক সব দেবতার এক বা একাধিক স্ত্রী দেবীর সংযোজন করে থাকেন। এই প্রসঙ্গে লিপি উপমা এবং কিংবদন্তীর বিষয় দেখা কিংবা পাঠ ইত্যাদি বড়ই পরিতাপের বিষয়। সঠিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোন থেকে দেখা বা লিপিবদ্ধ করণের প্রয়াসে ওটি প্রকৃত ইতিহাস কারের সংখ্যা অত্যন্ত বিরল। এই বঙ্গভূমিতে একদিন তীর্থঙ্করদের পাদস্পর্শ ঘটেছিল এবং এখানে একদিন তীর্থঙ্করগরের বিহারের ফলে প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষজন উন্নতির শিখরে পৌঁছেছিলেন। কোথায় গেলেন এই সকল মানুষজন, যাঁরা ছিলেন বণিক, ব্যাপারী, ব্রাত্যক্ষত্রিয়, যাঁরা অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় ছিলেন, এবং সঠিক মার্গদর্শন অনুসরণ করে নিজের পুরুষার্থ অক্ষুন্ন রেখে জীবন অতিবাহিত করতেন সপ্তম শতাব্দী থেকে বাংলায় কি এমন বিশৃঙ্খলা ও বিভাজন শুরু হয়েছিল তা এখন বিচার বিবেচনার অধীন ?

সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতার পরে মহাকাব্যের (রামায়ণ ও মহাভারত) কালের সময় নির্দ্ধারণ করা যেতে পারে, কারণ এই দুটি মহাকাব্যের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা কোন লিপি কিংবা নিদর্শন সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ থেকে পাওয়া যায় নাই। মহাভারতের ভীষ্ম পর্বে বর্ণনা করা হয়েছে, কেমনভাবে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বাংলার রাজন্যবর্গ কৌরবদের পক্ষে অনেক বাহাদুরীর সহিত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

"There is a description of the encounter between the Pandus and the mighty ruler of the vangas. While some of the Bengali Kings fought on elephants, Other rode on ocean bread steeds of the hue of the moon". [বঙ্গের পরাক্রমশালী রাজার সঙ্গে পাণ্ডুর বাহিনীর মধ্যে সংঘাতের বর্ণনা পাওয়া যায়। অনেক বঙ্গের নৃপতি গজারূঢ় হয়ে যেমন যুদ্ধ করেছিলেন তেমনি অনেকে সমুদ্রের ঢেউএর তালে চন্দ্রাতপের আলোয় অশ্বের মত জলপথেও যুদ্ধ করেছিলেন।] গৌড়ের রাজা বাসুদেবের সঙ্গে কৃষ্ণের যুদ্ধেরও বর্ণনা পাওয়া যায়। দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভাতে বাংলার তিন রাজকুমারের উপস্থিত থাকারও উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাভারতে সমুদ্রতবৈর্তী এলাকার লোকদের ম্লেচ্ছ বলা হয়েছে। কারণ এই ক্ষেত্রের লোকেরা শ্রমণ সংস্কৃতি পরম্পরার অসুসারী ছিল। প্রাচীন শ্রমণ সংস্কৃতির দৃঢ় অবস্থানকে দুর্বল প্রতিপন্ন করার জন্য মুনির মর্য্যদা ভ্রষ্ট ঋষিরা মহাকাব্যকে আপন দৃষ্টিভঙ্গীর মোড়কে আবিষ্ট করে পুনরায় প্রচার করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে ডাঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের এই উক্তি বিশেষ মহত্ত্বপূর্ণ:

"Myths and legends of Gods and heroes current among the Austrics and Dravidians, long attending the period of Aryan advent in India (1500 B.C appeared to havebeen rendered in the Aryan language in late and garbled or improved version according to themselves to



Aryan Gods and heroes of the world and it is these myths and legends to Gods and sages we largely find in the Puranas" [ প্রাচীনকালের তমসাবৃত কল্পকাহিনী ও কিংবদন্তীর দেবতা ও বীরদের গাথা যা অষ্ট্রিক এবং দ্রাবিড় গোষ্ঠীভুক্ত জন-জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল, আর্যদের এ দেশে আগমনের অনেক পরে প্রায় ১৫০০ খ্রীঃ পূঃ আর্যদের ভাষার অর্ন্তগত হয় এবং পরিবর্ধিত হয়ে আর্য-দেবতা ও বীরনায়কদের সার্বজনীন করা হয়, যা কিংবদন্তী ও কল্পকাহিনী হিসেবে পুরাণে পাওয়া যায়।

মহাভারতে বর্ণিত খরবট বা করবল তাম্রলিপ্তের সন্নিকটস্থ কোন নগর ছিল। ঐ সময় সুহ্ম দেশ আজকের হাওড়া বলা হয়ে থাকে। মহাভারতে বর্ণিত অঙ্গদেশের মধ্যে বঙ্গকেও ধরা হয়। মুর্শিদাবাদ জেলাকেও অঙ্গের অন্তর্ভূক্ত ধরা হয়।

"The Mahabharata states that Anga included even Vanga, that is, the deltaic Bengal between the Bhagirathi in the West and the Meghna-Padma in the east; if this be true, then the Anga -Vanga country included the whole of the modern district of Murshidabad."

ক্রমশঃ

# সম্রাট সম্প্রতি ও তাঁর কৃতি

ডা. নেমিচাঁদ শাস্ত্রী

মৌর্য সম্রাটদের বংশাবলী ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষীতে এরূপ ঃ চন্দ্রগুপ্ত খৃ. পূ. ৩২২ থেকে খৃ. পূ. ২৯৮ অর্থাৎ ২৪ বছর রাজত্ব করেন। তাঁর পর তাঁর পুত্র বিন্দুসার সিংহাসনে বসেন। তিনি খৃ. পূ. ২৯৮ থেকে খৃ. পূ. ২৭২ অর্থাৎ ২৬ বছর রাজত্ব করেন। তাঁর পর তাঁর পুত্র অশোক রাজ্যভার গ্রহণ করেন। ইনি খৃ. পূ. ২৭২ থেকে খৃ. পূ. ২৩২ অর্থাৎ ৪০ বছর রাজত্ব করেন। অশোকের উত্তরাধিকারীদের বংশাবলী নিম্ন রূপ ঃ

অশোক
- রাণী পদ্মাবতী
  - কুণাল (সুযশ)
    - সম্প্রতি = প্রিয়দর্শিন ধর্মাশোক, ইন্দ্রপালিত
      - ঋষভ সেন সুভগসেন
      - বলোক
        - দামোদর
      - তীবর
      - চাড়মতী দেবপালের সঙ্গে বিবাহ হয়
      - কেরলপুত্র
      - সত্যপুত্র
      - শালিশুক বা তিথেটন শুকুমার
    - শালিশুক = বন্ধুপালিত
  - দশরথ
  - তৃতীয় যুদ্ধে নিহত হন
- রাণী তিষ্যরক্ষিতা
- রাণী অসংধিমিত্রা
  - মহেন্দ্রকুমার জন্মঃ খৃ. পূ. ৩৩২ মৃত্যু খৃ. পূ. ২৫৪ আয়ু ঃ ৭৮ বছর
  - সংঘমিত্রা জন্মঃ খৃ. পূ. ৩৩০ মৃত্যু খৃ. পূ. ২৫৩ আয়ু ৭৭ বছর
- রাণী অসংধিমিত্রার দাসী

এই দুই ভাই-বোন বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারে নিরত থাকেন

মুগ্ধ হয়ে অশোক পত্নী তিষ্যরক্ষিতা তাঁর নিকট অনুচিত প্রার্থনা করেন কিন্তু কুণাল তাতে রাজী হন না। তিষ্যরক্ষিতা একে নিজের অপমান মনে করে ক্রুদ্ধ হন ও সময় মত এর প্রতিশোধ নেবেন স্থির করেন। একবার অশোক অসুস্থ হয়ে পড়েন। বৈদ্যদের নানাবিধ চিকিৎসা সত্ত্বেও তাতে কোনো লাভ

---

অর্থাৎ রাজা অশোকের বৌদ্ধ সংঘকে একশ' কোটি সুবর্ণ দানের ইচ্ছা হয় ও তিনি দান দেওয়া আরম্ভ করেন। ৩৬ বছরে তিনি ৯৬ কোটি সুবর্ণ দান করেন কিন্তু তখনো ৪ কোটি সুবর্ণ বাকী থাকে। সেই সময় তিনি সহসা অসুস্থ হয়ে পড়েন। জীবনের আশা নেই দেখে তিনি শেষ চার কোটি সুবর্ণ দেবার জন্য কোষ থেকে সুবর্ণ কুক্কুটারামের ভিক্ষুদের জন্য পাঠাতে আরম্ভ করেন।

মন্ত্রীরা তখন কুণালপুত্র সম্পদীকে বলল, কুমার রাজা অশোক এখন অল্প দিনই বাঁচবেন। কোষই রাজাদের বল। তাই কুক্কুটারামে যে সুবর্ণ পাঠানো হচ্ছে তা বন্ধ করা দরকার। মন্ত্রীদের পরামর্শে তখন যুবরাজ সম্পদী কোষাধ্যক্ষকে ধন দান হতে নিবৃত্ত করলেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে অশোক নিজের আহারের সোনা চাঁদি ও অন্য ধাতুর বাসন সংঘকে দান করে দিলেন। সেই সময় রাজা অশোকের নিকট মাত্র অর্দ্ধ আমলকী অবশিষ্ট থাকে। তিনি মন্ত্রী ও প্রজাদের তখন একত্রিত করে বললেন, বল, এই সময় পৃথিবীতে সত্তাধারী কে? সকলেই এক স্বরে বলল—আপনি ঈশ্বর সত্তাধারী রাজা। অশোক বললেন, তোমরা দাক্ষিণ্য বশে মিথ্যা কেন বলছ? এই সময় আমার প্রভুত্ব মাত্র এই অর্দ্ধ আমলকীর ওপর। এই বলে অশোক সেই অর্দ্ধ আমলকীও নিকটস্থ এক ব্যক্তির দ্বারা কুক্কুটারাম সংঘে প্রেরণ করলেন। ভিক্ষুরা তা জলে মিলিয়ে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিলেন। রাজা অশোক অন্তিম সময়ে রাধগুপ্ত অমাত্যের সমক্ষে চার কোটি সুবর্ণের পরিবর্তে সমস্ত পৃথিবী দান করে দিলেন। অশোকের মৃত্যুর পর অমাত্যরা ৪ কোটি সুবর্ণ সংঘে দান করে পৃথিবীকে মুক্ত করেন ও পরে সম্পদীর রাজ্যাভিষেক হয়।

এই কারণে অঙ্কিত করান যে তিনি একে সম্মেত শিখর পর্বতের অংশ বলে মনে করতেন।

৪ রূপনাথ[১১] ( লঘু শিলালেখ ) ২২ সংখ্যক তীর্থংকর বাসুপূজ্যের নির্বাণ ভূমি চম্পাপুরীর নিকটস্থ কোন পর্বত। মহারাজ কুণিক ( অজাতশত্রু ) এই চম্পাপুর নগরের পত্তন করেন। এটী রূপনাথ ও ভরহুতের মাঝখানে কোথাও অবস্থিত ছিল। চম্পানগরের নিকটস্থ পর্বতের অধিত্যকা রূপনাথে ছিল। এই স্থানের লেখ অস্পষ্ট ও হস্তী চিহ্ন অবলুপ্ত বলে মনে হয়।

৫ পাবাপুরী অন্তিম তীর্থংকর মহাবীর স্বামীর নির্বাণভূমি পাবাপুরী। অন্য তীর্থংকরেরা যেভাবে পর্বতের ওপর ধ্যানারূঢ় হয়ে নির্বাণ লাভ করেন, মহাবীর সেভাবে নির্বাণ লাভ করেন নি। তিনি নির্জন সুরম্য বলে পদ্ম সরোবর যুক্ত পাবাপুরীর স্থলভাগে শুক্ল ধ্যানে নির্বাণ প্রাপ্ত হন। এই স্থানে কোনো পাহাড় না থাকায় সম্রাট সম্প্রতি এখানে কোনো শিলালেখ উৎকীর্ণ করাতে পারেন নি।

৬-৭ শাহবাজ[১২] গরী ও মানসেরা[১৩] এদুটী জায়গা এঁর বংশের লোকের মৃত্যুস্থান। সম্রাট বিন্দুসারের জ্যেষ্ঠপুত্র পাঞ্জাবের বিদ্রোহ দমন করতে যান। উপদ্রবকারীরা শাহবাজ গরীতে এঁর হত্যা করেন। সম্রাট সম্প্রতি এজন্য শাহবাজ গরীতে শিলালেখ অঙ্কিত করান। মানসেরা সম্রাট অশোকের ছোট ভাইয়ের মৃত্যুস্থান। তিনিও সেখানে কোন উপদ্রব শান্ত করতে যান।

---

১১ আজকাল রূপনাথকে মধ্য প্রদেশের জব্বলপুর জেলায় বলা হয়। প্রাচীন চম্পাপুরী রূপনাথ ও ভরহুত-এর মধ্যবর্তী কোন স্থানে ছিল ও বাসুপূজ্য স্বামীর নির্বাণও এই চম্পা পুরীর নিকটস্থ পাহাড়ে হয়।

১২ এই গ্রাম পশ্চিমোত্তর সীমাপ্রান্তের পেশওয়ার জেলার যুসুফজই তহসীলে অবস্থিত। এর নিকটে এক পাথরে চোদ্দটী প্রজ্ঞাপনা উৎকীর্ণ। এই পাহাড়ী পেশওয়ার থেকে ৪০ মাইল উত্তর-পূর্বে।

১৩ এই স্থানটি পশ্চিমোত্তর সীমাপ্রান্তের হাজারা জেলার অবটাবাদ নগর থেকে ১৫ মাইল উত্তর দিকে অবস্থিত।

পদ্ধিটি সুদর্শন সরোবরের প্রশস্তি দ্বারাও সমর্থিত হয়। সেখানে বলা হয়েছে এই সরোবর গিরনার পর্বতের অধিত্যকায় নির্মাণ করা হয়। কিন্তু আজ তা গিরনার থেকে দূরে।[৯]

৩ ধৌলী[১০] (শিলালেখ, স্থূল হস্তী অঙ্কিত)—জৈনাগমে কুড়িজন তীর্থংকরের নির্বাণ ভূমি রূপে সম্মেতশিখরের (পার্শ্বনাথ হিলস্) নাম করা হয়। সম্রাট প্রিয়দর্শিনের সময় পার্শ্বনাথ হিলস্ এর অধিত্যকা ধৌলীর নিকট ছিল। এই শিলালেখের নিকট তিনি স্থূল হস্তীমূর্তি অঙ্কিত করান যাতে এই তথ্য প্রকটিত হয় যে সম্রাট এই স্থানটীকে অন্যস্থান অপেক্ষা অধিক পবিত্র মনে করেন কারণ এই পর্বতে ২০ জন তীর্থংকর নির্বাণ লাভ করেছিলেন। প্রাচীন-কালে খণ্ডগিরি, উদয়গিরি সম্মেত শিখর পর্বতের অন্তর্গত ছিল। খণ্ডগিরি নাম এই তথ্যের দ্যোতক যে পাহাড়টী খণ্ডিত হওয়ায় এর এই নামকরণ করা হয়। মহারাজ খারবেলের সময় সম্মেত শিখর পর্বত শ্রেণী খণ্ডগিরি উদয়গিরি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কলিঙ্গ নৃপতি খারবেল খণ্ডগিরি হাথীগুম্ফার শিলালেখ

---

৯ গিরনারের অধিত্যকায় সুদর্শন নামক সরোবর আছে। এর পুনরুদ্ধার সম্পর্কিত শিলালেখের অনুবাদ করবার সময় পীটার্সন বলেছেন যে সম্রাট প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সময়ে বিষ্ণুগুপ্ত এই সরোবর নির্মাণ করান। এরপর সম্রাট অশোকের সময়ে তুষস নামক রাজকর্মচারী এর চার দিকের দেওয়ালের প্রথমবার জীর্ণোদ্ধার করান। দ্বিতীয়বার জীর্ণোদ্ধার প্রিয়-দর্শিনের সময় হয়। এভাবে এই শিলালেখে চন্দ্রগুপ্ত অশোক ও প্রিয়-দর্শিন এই তিন শাসকের নাম এসেছে। তাই বলা যায় অশোক ও প্রিয়দর্শিন দুই ব্যক্তি ভিন্ন। প্রিয়দর্শিন্ সম্প্রতিই ছিলেন। জৈনা-গমে তাঁর এই নামে উল্লেখ হয়েছে। —জৈন সিদ্ধান্ত ভাস্কর, ভাগ ১৬ কিরণ ২, পৃ. ১১৬; ভাবনগরের সংস্কৃত-প্রাকৃত শিলালেখ, পৃ. ২০

১০ এই স্থানটী আজকাল পুরী জেলার ভুবনেশ্বরের ৭ মাইল দক্ষিণে ধৌলী নামক গ্রামের নিকটে অশ্বত্থামা পাহাড় নামে প্রসিদ্ধ। এক পাথরে ১১টী প্রজ্ঞাপনা খোদিত আছে। হস্তীর সম্মুখের অর্দ্ধেক পাথর কুরে বার করা হয়েছে। ষষ্ঠ প্রজ্ঞাপনার শেষে 'সেতো' শব্দ এসেছে।

অশোকের দান দেওয়া বন্ধ করে দেন বলে বৌদ্ধ লেখকেরা তাঁর নিন্দা করেছেন। তাঁকে লোভী ও মদান্ধ আদিও বলা হয়েছে।

অশোকের মৃত্যুর পর সম্প্রতি পাটলীপুত্রের সিংহাসনে আরোহণ করে রাজ্য ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করেন। তিনি যুবরাজ থাকা কালীনই কাঠিয়াবাড় ও দক্ষিণাপথকে পাটলিপুত্রের অধিকার থেকে মুক্ত করে নিয়েছিলেন। নিশীথ চূর্ণিতে বলা হয়েছে - তেণ সুরট্ঠবিসয়ো অংধা দমিলা য ওয়বিয়া। এই সম্বন্ধে কল্পচূর্ণিকার লিখছেন তাহে তেণ সংপইণা উজ্জেণীআইং কউং দক্খিণা-বহো সব্বো তত্থ ঠিয় বি অজ্জাবিতো অর্থাৎ সেই সম্প্রতি রাজা সমস্ত দক্ষিণা-পথকে স্বাধীন করে নিয়েছিলেন। এভাবে পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারত রাজ্যাভিষেক হবার পূর্বেই যুবরাজ অবস্থায় সম্প্রতির অধীন হয়। পূর্ব ভারত মগধের রাজ সিংহাসনে অভিষিক্ত হবার পর সম্প্রতির অধিকারে আসে।

মুনিশ্রী কল্যাণ বিজয়জী তাঁর বীর নির্বাণ সংবৎ ও জৈন কাল গণনা নামক গ্রন্থে লিখেছেন সম্প্রতির পূর্বে পূর্ব ভারতের কিছু অংশ অশোকের দ্বিতীয় পুত্র দশরথের অধীন ছিল। কুণালের অন্ধ হবার পরে যে পর্যন্ত অবন্তীর শাসনভার সম্প্রতি প্রাপ্ত হন নি সে পর্যন্ত হয়ত অশোকের এই দ্বিতীয় পুত্র দশরথ অবন্তীর শাসক থেকে থাকবেন। মুনিশ্রীর এই অনুমানের পুষ্টি দশরথের নামে উপলব্ধ শিলালেখের দ্বারাও হয়।

সম্প্রতি স্বীয় রাজ্যে নিজের কীর্তি স্থায়ী করার জন্য শিলালেখ ও স্তম্ভলেখ অঙ্কিত করান ও অনেক স্তূপ নির্মাণ করে জনতার কল্যাণ করেন। ইনি এত নিরভিমানী ছিলেন যে নিজের পুরো নাম তিনি কোনো স্তম্ভলেখ ও শিলালেখে উৎকীর্ণ করান নি। কেবল মহারাজ প্রিয়দর্শীর নামে লেখ উৎকীর্ণ করান। ফলে ভ্রম বশতঃ লোক অশোককে প্রিয়দর্শী বলে মনে করল ও তাঁর সমস্ত কৃতি আজ অশোকের বলে গ্রাহ্য হল। অশোকের নামে যত শিলালেখ

---

দাস্যামীতি তেন ষণ্ণবতিকোটয়ো দত্তা যাবদ্ রাজ্ঞা প্রতিবিদ্ধাঃ, তদভিপ্রায়েণ রাজ্ঞা পৃথিবী সংঘে দত্তা যাবদমাত্যৈশ্চতস্রঃ কোটয়ো ভগবচ্ছাসনে দত্বা পৃথ্বী নিষ্ক্রীয় সংপদী রাজ্যে প্রতিষ্ঠাপিতঃ।— দিব্যাবদান, ২৯

লেখে একথা নিশ্চয় করে বলা কঠিন যে সম্রাট সম্প্রতি কোন কোন স্তম্ভ নির্মাণ করান, কারণ মহারাজ অশোকও ৮৪০০ স্তম্ভ নির্মাণ করান বলা হয়। এজন্য সম্রাট সম্প্রতি ও সম্রাট অশোকের স্তম্ভের মিশ্রণ হয়ে গেছে। তবুও একথা নিশ্চিত যে যে সব স্তম্ভে সিংহ মূর্তি রয়েছে সেগুলি সম্রাট সম্প্রতির। তিনি অন্তিম তীর্থংকর ভগবান মহাবীরের লাঞ্ছন সিংহমূর্তি সেইসব স্তম্ভের ওপর স্থাপিত করান। তাঁর অভিপ্রায় এরূপ ছিল যে সামান্য জনতাও মহাবীর লাঞ্ছন সিংহকে দেখে যেন মহাবীরের স্মরণ করতে পারে।

স্তূপ নির্মাণের কারণের কথা বলতে গিয়ে ডা. ত্রিভুবন দাস বলেছেন যে ভগবান মহাবীরের নির্বাণের পর তাঁর পট্টধর আচার্য ও অন্য প্রমুখ জৈনধর্মের প্রচারক শ্রাবক যাঁরা সমাধিমরণ করেন, তাঁদের অগ্নি সংস্কারে উৎপন্ন ভস্মকে সুরক্ষিত রাখার জন্য সম্রাট সম্প্রতি বা প্রিয়দর্শী এই সব স্তূপ নির্মাণ করান। এ জন্য এই সব স্তূপকে ভস্ম-করণ্ডক বলা হয়েছে। অথবা এও সম্ভব যে মহাবীরের পরের জৈনাচার্যদের সমাধি স্থানে তাঁদের ভস্মকে সুরক্ষিত রাখার জন্য এই সব স্তূপ নির্মাণ করান হয়। আমার অনুমান চব্বিশ তীর্থংকরের পঞ্চ কল্যাণক স্থানে সম্প্রতি স্তূপের নির্মাণ করান। যদিও আমার অনুমানের পুষ্টি অন্য প্রমাণের দ্বারা হয় না কিন্তু এযাবৎ স্তূপের যে ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে তাতে আমার অনুমানের সমর্থন হয়।

বর্তমান রাজ মুদ্রা ও সিংহ স্তম্ভ

বর্তমান রাজমুদ্রা যাকে ভারত সরকার অশোকের মুদ্রা বলে স্বীকার করেছেন বাস্তবে তা সম্রাট সম্প্রতির। সম্রাট সম্প্রতি বনাম প্রিয়দর্শী সারনাথে যে স্তম্ভ নির্মাণ করিয়েছিলেন তার ওপর তিন সিংহের মূর্তি, সিংহের নীচে ধর্মচক্র ও তার ডাইনে বাঁয়ে বৃষ ও ঘোড়ার মূর্তি অঙ্কিত করান। এই মুদ্রার সমস্ত প্রতীকের সঙ্গে জৈন সংস্কৃতির সম্বন্ধ। সিংহ অন্তিম তীর্থংকর ভগবান মহাবীরের লাঞ্ছন। তাই তাঁর স্মৃতিতে সিংহ মূর্তিকে গ্রহণ করা হয়। এই সিংহ মূর্তির সন্নিবেশেও আবার জৈন সংস্কৃতির প্রতীকের অনুসরণ করা হয়েছে। মধ্যের সিংহ সম্যক্ দর্শনের প্রতীক, আশেপাশের সিংহ যারা ভিন্ন দিকে মুখ করে আছে সম্যক জ্ঞান ও সম্যক চারিত্রের প্রতীক।

ধর্মচক্রের ডাইনে বাঁয়ের বৃষ ও অশ্বের সম্বন্ধ জৈন প্রতীকের সঙ্গে। বৃষ

৮ ভাব্রু[১৪] বিরাট—সম্রাট প্রিয়দর্শীর জন্মস্থান। জন্মস্থানের প্রেমে প্রেরিত হয়ে তিনি এইখানে শিলালেখ অঙ্কিত করান।

৯ সাসারাম[১৫]—সম্রাট অশোকের মৃত্যুস্থান। এখানে পাষাণখণ্ডে শিলালেখ অঙ্কিত করান হয়। এই লেখে বীর নির্বাণ সম্বৎ ২৫৬ র দেওয়া হয়েছে ও তাঁর নিজের আয়ু ৩২।। বছর বলা হয়েছে।

১০ মাস্কি[১৬] মহারাজ অশোকের ভাই তিষ্য ও কুমার কুণালের মত অবন্তীতে বাসকারী মাধব সিংহের মৃত্যুস্থান। এজন্য এখানে শিলালেখ অঙ্কিত করান হয়।

১১-১২-১৩ সিদ্ধগিরি[১৭], ব্রহ্মগিরি[১৮] ও চিত্তল দুর্গ[১৯]—মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত, ভদ্রবাহু স্বামী ও কান্ত মুনির সমাধি মরণের স্মৃতিতে এই স্থানে লেখ অঙ্কিত করান হয়। এখানে ওঁদের তিন জনের মূর্তিও বিদ্যমান।

১৪ সোপারা[২০]—এখানেও কোনো মুনির মৃত্যু হয়। চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে বিহারকারী ক্ষেমংকর নামক মুনির এখানে সমাধি গ্রহণের উল্লেখও পাওয়া যায়। এজন্য এখানে প্রিয়দর্শী শিলালেখ উৎকীর্ণ করান।

জনসাধারণের মধ্যে ধর্মপ্রচারের জন্য সম্রাট প্রিয়দর্শী শিলালেখের অতিরিক্ত স্তম্ভ ও স্তূপ স্থাপিত করান ও স্তম্ভের ওপরে সিংহ মূর্তি অঙ্কিত করিয়ে স্তম্ভলেখ উৎকীর্ণ করান। পর্বত গাত্রের শিলালেখের জন্য ইনি যেভাবে নির্বাণ স্থান ও স্বীয় জন্মস্থান নির্বাচিত করেছেন সেরূপ স্তম্ভের জন্য অন্তিম তীর্থংকর ভগবান মহাবীরের তপোস্থান ও উপসর্গ স্থান পছন্দ করেন। স্তম্ভ

---

১৪ এই স্থানটী জয়পুর রাজ্যে অবস্থিত। যে পাথরে এই শিলালেখ উৎকীর্ণ তা আজকাল কলিকাতার বেঙ্গল এশিয়াটিক সোসাইটী ভবনে প্রিন্সেপের মূর্তির সামনে রাখা আছে।

১৫ বিহারের শাহাবাদ জেলায়।

১৬ এই জায়গাটি নিজাম রাজ্যের রায়চুর জেলায়।

১৭ এই স্থানটি উত্তর মহীশূরের চিত্তলদুর্গ জেলায়।

১৮ উত্তর মহীশূরের চিত্তলদুর্গ জেলায়।

১৯ মহীশূর রাজ্যে।

২০ বম্বের নিকট থানা জেলায়।

পদ্ধতি সুদর্শন সরোবরের প্রশস্তি দ্বারাও সমর্থিত হয়। সেখানে বলা হয়েছে এই সরোবর গিরনার পর্বতের অধিত্যকায় নির্মাণ করা হয়। কিন্তু আজ তা গিরনার থেকে দূরে।[৯]

৩ ধৌলী[১০] (শিলালেখ, স্থূল হস্তী অঙ্কিত)—জৈনাগমে কুড়িজন তীর্থংকরের নির্বাণ ভূমি রূপে সম্মেতশিখরের (পার্শ্বনাথ হিলস্) নাম করা হয়। সম্রাট প্রিয়দর্শিনের সময় পার্শ্বনাথ হিলস্ এর অধিত্যকা ধৌলীর নিকট ছিল। এই শিলালেখের নিকট তিনি স্থূল হস্তীমূর্তি অঙ্কিত করান যাতে এই তথ্য প্রকটিত হয় যে সম্রাট এই স্থানটীকে অন্যস্থান অপেক্ষা অধিক পবিত্র মনে করেন কারণ এই পর্বতে ২০ জন তীর্থংকর নির্বাণ লাভ করেছিলেন। প্রাচীন-কালে খণ্ডগিরি, উদয়গিরি সম্মেত শিখর পর্বতের অন্তর্গত ছিল। খণ্ডগিরি নাম এই তথ্যের দ্যোতক যে পাহাড়টী খণ্ডিত হওয়ায় এর এই নামকরণ করা হয়। মহারাজ খারবেলের সময় সম্মেত শিখর পর্বত শ্রেণী খণ্ডগিরি উদয়গিরি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কলিঙ্গ নৃপতি খারবেল খণ্ডগিরি হাথীগুম্ফার শিলালেখ

---

৯ গিরনারের অধিত্যকায় সুদর্শন নামক সরোবর আছে। এর পুনরুদ্ধার সম্পর্কিত শিলালেখের অনুবাদ করবার সময় পীটার্সন বলেছেন যে সম্রাট প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সময়ে বিষ্ণুগুপ্ত এই সরোবর নির্মাণ করান। এরপর সম্রাট অশোকের সময়ে তুষস নামক রাজকর্মচারী এর চার দিকের দেওয়ালের প্রথমবার জীর্ণোদ্ধার করান। দ্বিতীয়বার জীর্ণোদ্ধার প্রিয়-দর্শিনের সময় হয়। এভাবে এই শিলালেখে চন্দ্রগুপ্ত অশোক ও প্রিয়-দর্শিন এই তিন শাসকের নাম এসেছে। তাই বলা যায় অশোক ও প্রিয়দর্শিন দুই ব্যক্তি ভিন্ন। প্রিয়দর্শিন সম্প্রতিই ছিলেন। জৈনা-গমে তাঁর এই নামে উল্লেখ হয়েছে। —জৈন সিদ্ধান্ত ভাস্কর, ভাগ ১৬ কিরণ ২, পৃ. ১১৬; ভাবনগরের সংস্কৃত-প্রাকৃত শিলালেখ, পৃ. ২০

১০ এই স্থানটী আজকাল পুরী জেলার ভুবনেশ্বরের ৭ মাইল দক্ষিণে ধৌলী নামক গ্রামের নিকটে অশ্বত্থামা পাহাড় নামে প্রসিদ্ধ। এক পাথরে ১১টী প্রজ্ঞাপনা খোদিত আছে। হস্তীর সম্মুখের অর্দ্ধেক পাথর কুঁদে বার করা হয়েছে। ষষ্ঠ প্রজ্ঞাপনার শেষে 'সেতো' শব্দ এসেছে।

মুগ্ধ হয়ে অশোক পত্নী তিষ্যরক্ষিতা তাঁর নিকট অনুচিত প্রার্থনা করেন কিন্তু কুণাল তাতে রাজী হন না। তিষ্যরক্ষিতা একে নিজের অপমান মনে করে ক্রুদ্ধ হন ও সময় মত এর প্রতিশোধ নেবেন স্থির করেন। একবার অশোক অসুস্থ হয়ে পড়েন। বৈদ্যদের নানাবিধ চিকিৎসা সত্বেও তাতে কোনো লাভ

---

অর্থাৎ রাজা অশোকের বৌদ্ধ সংঘকে একশ' কোটি সুবর্ণ দানের ইচ্ছা হয় ও তিনি দান দেওয়া আরম্ভ করেন। ৩৬ বছরে তিনি ৯৬ কোটি সুবর্ণ দান করেন কিন্তু তখনো ৪ কোটি সুবর্ণ বাকী থাকে। সেই সময় তিনি সহসা অসুস্থ হয়ে পড়েন। জীবনের আশা নেই দেখে তিনি শেষ চার কোটি সুবর্ণ দেবার জন্য কোষ থেকে সুবর্ণ কুক্কুটা-রামের ভিক্ষুদের জন্য পাঠাতে আরম্ভ করেন।

মন্ত্রীরা তখন কুণালপুত্র সম্পদীকে বলল, কুমার রাজা অশোক এখন অল্প দিনই বাঁচবেন। কোষই রাজাদের বল। তাই কুক্কুটারামে যে সুবর্ণ পাঠানো হচ্ছে তা বন্ধ করা দরকার। মন্ত্রীদের পরামর্শে তখন যুবরাজ সম্পদী কোষাধ্যক্ষকে ধন দান হতে নিবৃত্ত করলেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে অশোক নিজের আহারের সোনা চাঁদি ও অন্য ধাতুর বাসন সংঘকে দান করে দিলেন। সেই সময় রাজা অশোকের নিকট মাত্র অর্দ্ধ আমলকী অবশিষ্ট থাকে। তিনি মন্ত্রী ও প্রজাদের তখন একত্রিত করে বললেন, বল. এই সময় পৃথিবীতে সত্তাধারী কে? সকলেই এক স্বরে বলল—আপনি ঈশ্বর সত্তাধারী রাজা। অশোক বললেন, তোমরা দাক্ষিণ্য বশে মিথ্যা কেন বলছ? এই সময় আমার প্রভুত্ব মাত্র এই অর্দ্ধ আমলকীর ওপর। এই বলে অশোক সেই অর্দ্ধ আমলকীও নিকটস্থ এক ব্যক্তির দ্বারা কুক্কুটারাম সংঘে প্রেরণ করলেন। ভিক্ষুরা তা জলে মিলিয়ে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিলেন। রাজা অশোক অন্তিম সময়ে রাধগুপ্ত অমাত্যের সমক্ষে চার কোটি সুবর্ণের পরিবর্তে সমস্ত পৃথিবী দান করে দিলেন। অশোকের মৃত্যুর পর অমাত্যরা ৪ কোটি সুবর্ণ সংঘে দান করে পৃথিবীকে মুক্ত করেন ও পরে সম্পদীর রাজ্যাভিষেক হয়।

কোনো কোনো ঐতিহাসিক শালিশূককে সম্প্রতির উত্তরাধিকারী বলেন। ইনি খৃ. পূ. ২০৭ থেকে খৃ. পূ. ২০৬ পর্যন্ত অর্থাৎ ১ বছর রাজত্ব করেন। শালিশূকের পুত্র দেববর্মা খৃ. পূ. ২০৬ থেকে খৃ. পূ. ১৯৯ অর্থাৎ ৭ বছর রাজত্ব করেন। এঁর দুই পুত্র হয়—শতধনুষ ও বৃহদ্রথ। শতধনুষ খৃ. পূ. ১৯৮ থেকে খৃ. পূ. ১৯১ পর্যন্ত অর্থাৎ ৮ বছর রাজত্ব করেন। বৃহদ্রথ খৃ. পূ. ১৯১ থেকে খৃ পূ. ১৮৪ অর্থাৎ ৭ বছর রাজত্ব করেন। এঁর পর এই বংশে যোগ্য শাসক না হওয়ায় মৌর্যদের রাজ্য নষ্ট হয়ে যায়।

হিন্দু পুরাণে কুণালের শাসন কাল খৃ. পূ. ২৩২ থেকে খৃ. পূ. ২২৪ পর্যন্ত অর্থাৎ ৮ বছর বলা হয়েছে। কিন্তু জৈন ও বৌদ্ধ সাহিত্যে অন্ধ হবার জন্য কুণালকে রাজা বলা হয়নি। সত্য ত এই যে পুরাণে অশোক পর্যন্ত মৌর্য বংশাবলী একরূপ পাওয়া যায় কিন্তু পরের বংশাবলী পরস্পর হতে ভিন্ন। বিষ্ণু পুরাণ ও ভাগবত পুরাণে অশোকের উত্তরাধিকারীর নাম সুযশ দেওয়া হয়েছে কিন্তু সেই স্থানে বায়ু পুরাণে কুণাল ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে কুশল বলা হয়েছে। সুযশ কুণাল বা কুশলের পরে বিষ্ণুপুরাণে দশরথ এবং বায়ু ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে বন্ধুপালিতের নাম পাওয়া যায়। ভাগবতকার সেই স্থানে সংযত নাম দিয়েছেন। মৎস্য পুরাণে অশোকের উত্তরাধিকারী রূপে সম্প্রতির নাম করা হয়েছে। পুরাণকারদের এই মত ভিন্নতা দৃষ্টে একথা বলা যায় যে অশোকের পরের মোর্য রাজাদের বংশাবলী সম্বন্ধে তাঁদের যথার্থ জ্ঞান ছিল না। মৎস্য পুরাণে যা বলা হয়েছে তার সমর্থন বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে হয়। তাই অশোকের উত্তরাধিকারী সম্প্রাতিকেই স্বীকার করা উচিৎ। মৎস্যপুরাণে বলা হয়েছে—

ষট্‌ত্রিংশত্তু সমা রাজা ভবিতাঃ শোক এব চ।
সপ্ততি ( সম্প্রতি ) দশবর্ষাণি তস্য নপ্তা ভবিষ্যতি ॥
রাজা দশরথোঽষ্টৌ তু তস্য পুত্রো ভবিষ্যতি।

— মৎস্যপুরাণ, অধ্যায় ২৭২, শ্লোক ২৩-২৪

প্রচলিত আছে তার দু তিনটি ছাড়া অবশিষ্ট সমস্ত সম্প্রতির। সম্প্রতি স্বীয় প্রিয় অহিংসা ধর্ম প্রচারের জন্য জৈন মান্যতা অনুসারে ধর্মাজ্ঞা প্রচলিত করলেন। তিনি প্রমুখ চৌদ্দ শিলালেখ তীর্থংকরদের নির্বাণ স্থান, আত্মীয় স্বজনদের মৃত্যুস্থান ও স্বীয় জন্মস্থানে অঙ্কিত করান। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে নির্বাণ স্থানে যাবার জন্য আগত যাত্রী এই ধর্মাজ্ঞার সুযোগ নিয়ে সংসার বিরক্ত হয়ে স্বীয় কল্যাণ করবে।

জৈন সম্প্রদায়ের ২৪ জন তীর্থংকরদের ঋষভদেব অষ্টাপদে, নেমিনাথ গিরনার পর্বতে, বাসুপূজ্য চম্পার নিকটবর্তী মন্দার পর্বতে, মহাবীর স্বামী পাবাপুরীতে ও অবশেষ কুড়ি জন তীর্থংকর শ্রীসম্মেদশিখরে (পার্শ্বনাথ হিলস্) নির্বাণ লাভ করেন। সম্প্রতি এই সব নির্বাণস্থান ও স্বীয় জন্মস্থান ভাবু-বিরাট ও আত্মীয় স্বজনদের সমাধিস্থানে শিলালেখ উৎকীর্ণ করান। ইনি স্বীয় প্রিয় চিহ্ন হস্তীও প্রত্যেক শিলালেখে উৎকীর্ণ করান। হস্তী তাঁর প্রিয় হবার কারণ এই যে প্রত্যেক তীর্থংকর মাতা ষোল স্বপ্নের প্রথম স্বপ্ন রূপে হস্তী দেখেন। জৈন গ্রন্থে এও বলা হয়েছে যে সম্প্রতির জন্মের পূর্বে তাঁর মা স্বপ্নে শ্বেত হস্তী দেখেছিলেন। তাই হস্তীচিহ্ন সম্প্রতির খুব প্রিয় ছিল। অশোকের নামে প্রচলিত চৌদ্দ শিলালেখ সম্প্রতিরই। যথা—

১. কালসী ( শিলালেখ, হস্তী উৎকীর্ণ )– আদিনাথের ( ঋষভনাথ ) মোক্ষস্থান অষ্টাপদ। প্রাচীন কালের অষ্টাপদ ত দেবতারা নষ্ট করে দেন তাই সম্রাট প্রিয়দর্শীর সময় কালসী৪-কেই অষ্টাপদ বলে অভিহিত করা হত। এর অধিত্যকায় এই শিলালেখ সম্রাট প্রিয়দর্শী উৎকীর্ণ করান।

২ জুনাগড় ( গিরনার, শিলালেখ, হস্তী উৎকীর্ণ ) ২২ সংখ্যক তীর্থংকর নেমিনাথের মোক্ষস্থান গিরনার। প্রাচীন পর্বতের অধিত্যকা ধীরে ধীরে সরে গিয়ে গিরনার পর্বতের স্থানে পৌঁছে গেছে। সম্রাট প্রিয়দর্শীর সময় এই অধিত্যকা সেই স্থানে ছিল যেখানে শিলালেখ উৎকীর্ণ। আমাদের এ কথার

---

৪ এই স্থান যুক্ত প্রদেশের দেরাদুন জেলায় প্রায় দেড় মাইল দক্ষিণের দিকে যমুনা ও টোঁসের সংগমে অবস্থিত। হাতীর মূর্তির নীচে 'গজতমো' লেখা আছে।

বর্তমান কালের আদি তীর্থংকর ভগবান ঋষভের লাঞ্ছন। অশ্ব তৃতীয় তীর্থংকর সংভবনাথের। সম্রাট সম্প্রতি দ্বিতীয় তীর্থংকর অজিতনাথের লাঞ্ছন হস্তীর এজন্য ব্যবহার করেন নি যে তিনি শিলালেখে হস্তীর ব্যবহার করেছেন। তাই বলা যায় প্রথম ও তৃতীয় তীর্থংকরের চিহ্নকে অংকিত করিয়ে স্বীয় ধর্ম ভাবনার পরিচয় দিয়েছেন।

বৌদ্ধ সংস্কৃতিতে প্রভাবিত ঐতিহাসিকেরা ধর্মচক্রকে বৌদ্ধাম্নায়ের মৌলিক অবদান বলে মনে করেন কিন্তু বাস্তবে তা নয়। এই জৈন প্রতীকের প্রথম তীর্থংকর ভগবান ঋষভনাথ তক্ষশীলায় প্রথম প্রবর্তন করেন। যদি তা বৌদ্ধ পরম্পরার প্রতীক হত তবে প্রাচীন পালি সাহিত্যে এর অবশ্যই মহত্বপূর্ণ স্থান থাকত। প্রাচীন জৈনাগমে যা নিশ্চয়ই বৌদ্ধাগম হতে প্রাচীন, ধর্ম চক্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। যোজন পরিমিত সুবিস্তৃত সর্বরত্নময় ধর্মচক্রের পূজো করবার কথা সেখানে লেখা হয়েছে। ধর্মচক্র প্রাচীন জৈন মূর্তির তলায়ও অংকিত। কুষাণ কাল থেকে মধ্য কাল পর্যন্ত জৈন প্রতিমার নীচে ধর্মচক্র অবশ্যই অংকিত করা হত। মুঘল কালে ধাতু প্রতিমা ছোট করে নির্মাণ করা হয় বলে জৈন সাংস্কৃতিক এই চিহ্ন প্রতিমা-নির্মাতারা, তলায় দিতে পারেন নি। ফলে লোকে তা বিস্মৃত হয়ে যায়। পাটনা মিউজিয়ামে ধাতুর এক সুন্দর ধর্মচক্র বিদ্যমান যা সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীর। আবার শ্রীআদিনাথ জিনালয়, ধনুপুরায় শ্যামবর্ণের প্রতীমার নীচে ধর্মচক্র অংকিত আছে। জৈন পুরাণে বলা হয়েছে যে প্রত্যেক তীর্থংকরের সমবসরণে দরজার কাছে সর্বতোভদ্র যক্ষ ধর্মচক্র মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। তাই একথা নিশ্চিত যে ধর্মচক্র জৈন সংস্কৃতির প্রতীক।

বর্তমান রাজমুদ্রার সম্বন্ধ তাই জৈন সংস্কৃতির সঙ্গে। বৌদ্ধ সংস্কৃতির সঙ্গে জবর্দস্তী এর সম্বন্ধ স্থাপিত করা হলেও সত্য ত এই যে সম্রাট সম্প্রতি এই মুদ্রাকে স্তম্ভের ওপর নির্মাণ করান। গণতন্ত্রীয় ভারত এই মুদ্রাকে অশোক মুদ্রার নামে স্বীকার করলেও এর বাস্তবিক তথ্য অবগত করে একে জৈন মান্যতা দেওয়া উচিৎ।

# পুঁচড়ার জৈন পুরাকীর্তি

শ্রীতপন চক্রবর্তী

আসানসোল শহর থেকে দোমহানীর বাসে চেপে দোমহানীর মোড়ে নেমে পশ্চিম মুখী রাস্তায় মাইল তিনেক গেলেই পুঁচড়া গ্রাম। হেঁটে যাওয়া যায়, রিক্সাও চলে। সীমান্ত বাংলার উঁচুনীচু পথ কেলেজোরা গ্রামের কাছে এসে উত্তর দিকে বেঁকে গিয়েছে। সেইপথে খানিকটা গেলেই পুঁচড়ার জৈনমন্দির আর ইস্কুল চোখে পড়বে। এর পরেই জনবসতি।

বেশ বড় ও পুরোনো গ্রাম পুঁচড়া। এখনকার বাসিন্দারাও কয়েক পুরুষের। সমস্ত ধরণের হিন্দু সম্প্রদায় ছাড়াও রাজপুত ছত্রী ও সরাক সম্প্রদায়ের বাস আছে এখানে। তবে গ্রামের মধ্যে যেসব জৈনমূর্তি ও হিন্দু-মূর্তি রয়েছে তার সঙ্গে এখনকার বাসিন্দাদের কোন সম্পর্ক নেই। এখানকার পুরাকীর্তি ও পুরাক্ষেত্রের বয়স অনেক পুরোনো। বলা যায় নব্যপ্রস্তর যুগ থেকে শুরু করে দশম একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে বহু উত্থান-পতনের স্মৃতি বুকে নিয়ে স্তব্ধ গাম্ভীর্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে আজকের গ্রাম পুঁচড়া।

'পুঁচড়া' শব্দটির অর্থ কি? গ্রামবাসীরা বলেন, পুঁচড়া মানে 'পঞ্চচূড়া'। ১৯৭৫ সালের ১১ই অক্টোবর সংখ্যায় 'দি স্টেটস ম্যান'[১] পত্রিকার পাতায় ও 'পুঁচড়া'নামটির ঐ একই বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গ্রামের লোকের ধারণা গ্রামে আগে পাঁচটি সুউচ্চ চূড়া বিশিষ্ট মন্দির ছিল। এখনও তারা বুড়াশিবের থান, তুলসী থান, লীলাবুড়ির থান, কিলাবুড়ির থান, রাজপাড়া নামে চিহ্নিত জায়গাগুলিকে প্রাচীন মন্দিরের অবস্থান ক্ষেত্র হিসেবে নির্দেশ করেন। রাজ-পাড়ায় সত্যিই একটি পাথরের মন্দিরের নিম্নাংশ এখনও রয়েছে। কিন্তু অন্যত্র মন্দির ছিল কিনা বোঝা যায় না। যাই হোক গ্রাম নামের উৎস ঐ 'পঞ্চচূড়া' নাও হতে পারে। সুকুমার সেনের ভাষাতাত্ত্বিক পথে ব্যাখ্যা করলে 'পুঁচ' শব্দটি যদি পাঁচ বা পঞ্চ শব্দের সমার্থক হয় তাহলে 'ড়া' শব্দটি 'বটক' শব্দের

---

১. The Statesman, 11. 10. 75.

পরবর্তী পরিণতি। সেক্ষেত্রে পাঁচড়া যেমন পঞ্চ বটক[2] থেকে এসেছে পাঁচড়াও পঞ্চবটক বা পঞ্চবটী থেকে এসেছে। এবং সেক্ষেত্রে পাঁচটি চূড়া নয় পাঁচটি গাছের কথাই বলা হয়েছে। যদিও গ্রাম নামের এই ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা অনেক সময়ই প্রকৃত সত্যকে টেনে বের করেনা। আমার মনে হয় পঞ্চ + আড়া = পাঁচড়া হয়েছে। অর্থাৎ পাঁচটি জনবসতির দিকে গ্রাম নামটি অঙ্গুলী নির্দেশ করছে। আড়া শব্দটি অস্ট্রিক শব্দজাত। এর অর্থ 'উঁচু ডাঙ্গা জমিতে বসতি'।[3] কথাটির অর্থ ব্যঞ্জনা গ্রামটিতে ঘুরলেই আরো দৃঢ়মূল হয়। এখানে উঁচু ও নীচু জমির পাশাপাশি সহাবস্থান। কিছু দূরেই অজয় নদী। এবং অজয়ের কাছ থেকে একটি খাত এই গ্রাম পর্যন্ত প্রসারিত ছিল বলে মনে হয়। আজও একটি নীচু জমি ( প্রায় খাল সদৃশ ) দেখা যায় যেটি এই গ্রাম থেকে অজয় পর্যন্ত গিয়েছে।

গ্রামের মধ্যে কয়েকটি জায়গায় কিছু পুরাবস্তু সাজানো রয়েছে। যেখানে রয়েছে সেখানে যে এই সব মূর্তি ও অলংকরণ গুলি আগে ছিলনা তা দেখলেই বোঝা যায়।

গ্রামের জনবসতির একেবারে দক্ষিণে ফাঁকা ধান ক্ষেতের মধ্যে রাজপাড়া নামে চিহ্নিত জায়গাটি। এখন সেখানে কোন জনবসতি না থাকলেও নাম থেকেই অনুমান করা যায় যে কোন এককালে এখানে বসতি ছিল। শুধু নাম থেকেই নয় রাজপাড়ার ধান ক্ষেতের মাটি সামান্য তিন চার হাত খুঁড়লেই এখনো পাওয়া যায় এক নিমজ্জিত নগরের অস্তিত্বের স্পর্শ। মাটি খুঁড়লেই সারি সারি ইঁট বেরোয়। অদ্ভূত আকারের ইঁট। ১০" × ১০" × ২" সাইজের ইঁটগুলি তুলে নিয়ে বহুলোক এখন নিজেদের বাড়ি ঘর বানাচ্ছেন। সমস্ত জায়গাটা এমনই যে তা দেখলে প্রায় নিশ্চিত ভাবেই বলা যায় যে এখানে মাটির তলায় রয়েছে এক প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ।

রাজপাড়াতেই রয়েছে এখানকার একমাত্র পাথরের মন্দিরটি। উপরের অংশ সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়েছে, নীচের দরজা পর্যন্ত অংশ এখনো কোনক্রমে অটুট রয়েছে।

---

২. পাঁচড়া < পঞ্চবটক ( = পঞ্চবটী ), সুকুমার সেন– বাংলা স্থান নাম, পৃঃ ১১২

৩. পশ্চিম বাংলার গ্রামের নাম, শ্রী অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৫১

খুবই প্রাচীন মন্দির। মন্দিরের গঠন শৈলী দেখলে মনে হয় পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীর এই মন্দির। তারও আগের হতে পারে—পরের নয়। যখন এ মন্দির তৈরী হয় তখন পাথরের উপর পাথর বসাতে কোন প্লাস্টারের ব্যবহার ছিল না। মন্দিরের একটি পাথরে নাকি কিছু লিপিও ছিল। স্থানীয় সরাক সম্প্রদায়ের দুজন বিশিষ্ট মানুষ শ্রী অরুণ মাজি ও সবিতা রঞ্জন মাজি আমাকে লিপিটি দেখাতে অনেক খোঁজাখুঁজি করলেন। কিন্তু লিপিটি কোথাও পাওয়া গেল না।

এই পাথরের মন্দিরের সামনেই একটি ইঁটের মন্দিরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায়। মন্দিরটি সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ে সেখানটায় তৈরী হয়েছে একটি ঢিবি। ঢিবির উপরে এখনো জেগে রয়েছে দুটি প্যানেল জাতীয় অলংকৃত পাথর। তাতে উপবিষ্ট জৈন তীর্থংকর মূর্তি ও অন্যান্য মূর্তি খোদিত রয়েছে।

রাজপাড়ার ধান ক্ষেত ছাড়িয়ে উত্তর দিকে গ্রামে ঢোকার মুখেই রয়েছে বুড়া শিবের থান।

একটা গাছের নীচে একটি অনাদি লিঙ্গের পাশে দাঁড়করানো আছে ভাঙ্গা চোরা কয়েকটি মূর্তি। তার মধ্যে রয়েছে—(১) একটি কুবের মূর্তি, (২) একটি উপবিষ্ট জৈন তীর্থংকর মূর্তি, (৩) একটি তীর্থংকর মূর্তি সহ খোদিত প্যানেল জাতীয় অলংকৃত পাথর, (৪) দুটি লোকেশ্বর বিষ্ণু মূর্তি।[৪]

লোকেশ্বর বিষ্ণু মূর্তি দুটির মধ্যে একটি চতুর্ভুজ ও অপরটি অষ্টভুজ। চতুর্ভুজ বিষ্ণু মূর্তিটির সামনের দুটি হাত ঠিকই আছে কিন্তু পেছনের দুটি হাত একটু বেঢপ। মনে হয় যেন পরবর্তী কালে দুটি হাত বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। অথবা কালের প্রকোপে ক্ষয়ে গিয়েও ঐ ধরণের সঙ্গতিহীন হয়ে থাকতে পারে। কারণ এই সমস্ত মূর্তি গুলিই বেলেপাথরের, এই পাথরগুলো সামান্য অত্যাচারেই ক্ষয়ে যায়।

গ্রামের মধ্যে ষষ্ঠীতলা বলে কথিত একটি জায়গায় একটি পুরোনো গাছের

---

৪. লোকেশ্বর বিষ্ণুমূর্তি গুলি স্পষ্টতঃই জৈন তীর্থংকর মূর্তি প্রভাবিত হিন্দু দেবমূর্তি। বিশেষ ভাবে পার্শ্বনাথ মূর্তির প্রভাব এই মূর্তিতে লক্ষ্যনীয়। সেই সর্পছত্র এবং কায়োৎসর্গ ভঙ্গি। কেবল হাতের সংখ্যা বেশী এবং কিছু অলংকার কাপড় পরানো। মনে হয় এগুলি জৈন বৈষ্ণব মিলিত ধর্মভাবনারই ফলশ্রুতি।

( কচ্ছপ ), নাগ ( সাপ ), শাল ঋষি, যুগি, শামা ও পরসা ইত্যাদি উপভাগের নামের সঙ্গে জৈন সম্পর্ক প্রতীক তথা তীর্থংকরদের লাঞ্ছনের একটা যোগাযোগ আছে মনে হয়।[৫] লক্ষানীয় বিষয় হল যে এই উপভাগ গুলিই হল ভূমিজদের গোত্র। স্বাভাবিক ভাবেই কোন জৈন ধর্ম প্রভাবিত ভূমিজ গোষ্ঠীই এই অঞ্চলে একদা সমৃদ্ধ সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিল কিনা তা অনুসন্ধান করে দেখা প্রয়োজন।

পাঁচড়ার এই পুরাবস্তু ইতিপূর্বেই বহু প্রত্নতাত্ত্বিক এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। দি স্টেটসম্যান পত্রিকায় ১৯৭৫ সালের ৬ই জুলাই এর সংখ্যায় একটি খবরে বলা হয়েছিল যে এই অঞ্চলটি 'একটি অবলুপ্ত নগরী'। তৎকালীন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধিকর্তা শ্রী পরেশ দাসগুপ্ত এ অঞ্চলটি পরিদর্শন করে এখানকার প্রত্ন সম্ভাবনা সম্পর্কে উচ্চ মনোভাবও ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু তারপরই সবকিছু চুপচাপ হয়ে গেছে। উপযুক্ত অনুসন্ধানের অভাবে এখনো প্রায় লোকচক্ষুর আড়ালে পড়ে আছে এই সুপ্রাচীন জৈন ক্ষেত্র তথা প্রাগৈতিহাসিক যুগের পুরা ক্ষেত্রটি।

---

৫ এইচ এইচ রিসলে ভূমিজদের কুড়িটি উপভাগের নাম নথিভুক্ত করেছিলেন। ডঃ সুরজিৎ সিনহা বরাভূম অঞ্চলের ভূমিজদের মধ্যে সমীক্ষা চালিয়ে আরো নয়টি উপভাগের সন্ধান পেয়েছিলেন।

সূত্র: পুরুলিয়া, তরুণ দেববভট্টাচার্য, পৃঃ ২২৬

## JAIN BHAWAN PUBLICATIONS

**P-25, Kalakar Street, Kolkata - 700 007**

**English :**

1. *Bhagavatī-Sūtra* - Text edited with English translation by K.C. Lalwani in 4 volumes ;
   - Vol - I (*śatakas 1 - 2*) Price : Rs. 150.00
   - Vol - II (*śatakas 3 - 6*) 150.00
   - Vol - III (*śatakas 7 - 8*) 150.00
   - Vol - IV (*śatakas 9 - 11*) ISBN : 978-81-922334-0-6 150.00
2. James Burges - *The Temples of Śatruñjaya,* 1977, pp. x+82 with 45 plates Price : Rs. 100.00
   [ It is the glorification of the sacred mountain *Śatruñjaya.*]
3. P.C. Samsukha -- *Essence of Jainism* ISBN : 978-81-922334-4-4
   translated by Ganesh Lalwani, Price : Rs. 15.00
4. Ganesh Lalwani - *Thus Sayeth Our Lord,* Price : Rs. 50.00
   ISBN : 978-81-922334-7-5
5. *Verses from Cidananda*
   translated by Ganesh Lalwani Price : Rs. 15.00
6. Ganesh Lalwani - *Jainthology* ISBN : 978-81-922334-2-0 Price : Rs. 100.00
7. G. Lalwani and S. R. Banerjee- *Weber's Sacred Literature of the Jains*
   ISBN : 978-81-922334-3-7 Price : Rs. 100.00
8. Prof. S. R. Banerjee - *Jainism in Different States of India*
   ISBN : 978-81-922334-5-1 Price : Rs. 100.00
9. Prof. S. R. Banerjee - *Introducing Jainism* Price : Rs. 30.00
   ISBN : 978-81-922334-6-8
10. K.C.Lalwani - *Sraman Bhagwan Mahavira* Price : Rs. 25.00
11. Smt. Lata Bothra - *The Harmony Within* Price : Rs. 100.00
12. Smt. Lata Bothra - *From Vardhamana to Mahavira* Price : Rs. 100.00
13. Smt. Lata Bothra- *An Image of Antiquity* Price : Rs. 100.00

**Hindi :**

1. Ganesh Lalwani - *Atimukta* ( 2nd edn) ISBN : 978-81-922334-1-3
   translated by Shrimati Rajkumari Begani Price : Rs. 40.00
2. Ganesh Lalwani - *Śraman Samskriti ki Kavita,*
   translated by Shrimati Rajkumari Begani Price : Rs. 20.00
3. Ganesh Lalwani - *Nīlāñjanā*
   translated by Shrimati Rajkumari Begani Price : Rs. 30.00
4. Ganesh Lalwani - *Candana-Mūrti,,*
   translated by Shrimati Rajkumari Begani Price : Rs. 50.00
5. Ganesh Lalwani - *Vardhamān Mahāvīr* Price : Rs. 60.00
6. Ganesh Lalwani - *Barsat kī Ek Rāt,* Price : Rs. 45.00
7. Ganesh Lalwani - *Pañcadasī* Price : Rs. 100.00
8. Rajkumari Begani - *Yado ke Aine me,* Price : Rs. 30.00
9. Prof. S. R. Banerjee - *Prakrit Vyākaraṇa Praveśikā* Price : Rs. 20.00
10. Smt. Lata Bothra - *Bhagavan Mahavira Aur Prajatantra* Price : Rs. 15.00
11. Smt. Lata Bothra - *Sanskriti Ka Adi Shrot, Jain Dharm* Price : Rs. 20.00
12. Smt. Lata Bothra - *Vardhamana Kaise Bane Mahāvir* Price : Rs. 15.00
13. Smt. Lata Bothra - *Kesar Kyari Me Mahakta Jain Darshan* Price : Rs. 10.00
14. Smt. Lata Bothra - *Bharat me Jain Dharma* Price : Rs. 100.00
15. Smt. Lata Bothra - *Aadinath Risabdav Aur Austapad* Price : Rs. 250.00
    ISBN : 978-81-922334-8-2
16. Smt. Lata Bothra - *Austapad Yatra* Price : Rs. 50.00
17. Smt. Lata Bothra - *Aatm Darsan* Price : Rs. 50.00
18. Smt. Lata Bothra - *Varanbhumi Bengal* Price : Rs. 50.00
    ISBN : 978-81-922334-9-9

**Bengali:**

1. Ganesh Lalwani - *Atimukta* Price : Rs. 40.00
2. Ganesh Lalwani - *Śraman Sanskritir Kavitā* Price : Rs. 20.00
3. Puran Chand Shymsukha - *Bhagavān Mahāvīra O Jaina Dharma.* Price : Rs. 15.00
4. Prof. Satya Ranjan Banerjee- *Praśnottare Jaina Dharma* Price : Rs. 20.00
5. Prof. Satya Ranjan Banerjee- *Mahāvīr Kathāmrita* Price : Rs. 20.00
6. Dr. Jagat Ram Bhattacharya- *Daśavaikālika sūtra* Price : Rs. 25.00
7. Sri Yudhisthir Majhi- *Sarāk Sanskriti O Puruliar Purākirti* Price : Rs. 20.00
8. Dr. Abhijit Battacharya - *Aatmjayee* Price : Rs 20.00
9. Dr Anupam Jash - *Acaryya Umasvati'r Tattvartha Sutra* (in press)
   ISBN : 978-93-83621-00-2

**Journals on Jainism :**

1. *Jain Journal* (ISSN : 0021 4043) A Peer Reviewed Research Quarterly
2. *Titthayara* (ISSN : 2277 7865) A Peer Reviewed Research Monthly
3. *Sraman* (ISSN : 0975 8550) A Peer Reviewed Research Monthly